হলেন—আমিনুর রহমান, রাশিদা আখতার খানম, যতীন সরকার, সৌভিক রেজা, মঈন চৌধুরী, রাশিদ আসকারী, আনন্দ ঘোষ হাজরা, পবিত্র সরকার এবং বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। লেখা ও লেখকদের বহুমাত্রিক সম্মেলন হলেও 'উলুখাগড়া'র সম্পাদকীয় মান অটুট এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশক চরিত্র বজায় রেখেছে; যা পাঠকদের আশান্বিত করে।

রাশিদা আখতার খানমের লেখা 'নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা' লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীবাদী চিন্তা চলমান বিশ্বে এবং বাংলাদেশে প্রবল দাপটে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সেই প্রবাহে বিশিষ্ট কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের গল্পগ্রন্থ 'মতিজানের মেয়েরা'র চরিত্রের সাযুজ্য-অন্তর্কোলাহল ও নারীবাদের স্বরূপ সন্ধান করেছেন রাশিদা আখতার খানম। সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো নারীকে ইস্যু করে লেখা। প্রেক্ষিতে নারীবাদের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিসীমায় রাশিদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে গেলে 'উলুখাগড়া'র প্রতিটি লেখাই পাঠকদের মনোজগতে চিন্তার সমাবেশ ঘটাবে। 'উলুখাগড়া' যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলুক—পাঠকদের এটাই প্রত্যাশা।

উষালোকে

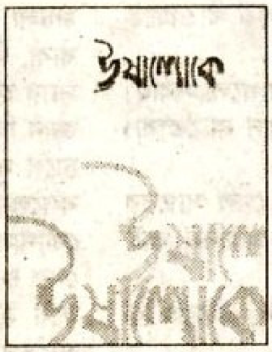

সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ
প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক
দাম : একশত টাকা

'উষালোকে' সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে পত্রিকাটিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করে আসছেন মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ। আগের বহুমাত্রিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে 'উষালোকে' এখন একটি ভিন্ন ঘরানায় অগ্রসর হচ্ছে। পরপর কয়েকটি সংখ্যা বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। সামান্য পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, 'উষালোকে' স্পেশালাইজড হিসেবে ইতোমধ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ হুমায়ুন কবীরের বহুলপাঠ্য প্রবন্ধগ্রন্থ বাঙলার কাব্য এবং নর ও নারী উপন্যাস নিয়ে দুটো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। একজন অসাধারণ পণ্ডিত, প্রগতিশীল চৈতন্যের মানুষ হিসেবে হুমায়ুন কবীর এদেশের মানুষের ভাবনা থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উষালোকের এ আয়োজন আমাদের আশান্বিত করে। পরের সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত কথাশিল্পী শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' বইটিকে আশ্রয় করে।

সেই ধারাবাহিকতায় 'উষালোকে' জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিয়ে। সম্পাদক শাকেরউল্লাহ চেতনার বৃক্ষকে আমরা বুঝতে পারি তার বিষয় নির্ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা আর আশ্চর্য সুন্দর সাহসের ঔদার্য্য দেখে। নবীন ও প্রবীণ কয়েকজন প্রবন্ধকার নানা মাত্রিকে বিশ্লেষণ করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে। যারা উপন্যাসটি ব্যবচ্ছেদ করেছেন তারা হলেন—আবুল আহসান চৌধুরী, বেগম আকতার কামাল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, আহমদ মজহার, গিয়াস শামীম, সরকার আবদুল মান্নান, মাসুদুল হক, মনি হায়দার, তপন বাগচী, বুলবুল আহমদ, জুনান নাশিত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। সম্পাদক বর্তমান প্রজন্মের লেখক-প্রবন্ধকারদের কাছ থেকে লেখা নিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করেননি; তিনি 'সংকলন' উপবিভাগেও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ও প্রবীণ লেখকদের লেখা সংগ্রহ করেছেন। সেইসব লেখক-ভীষ্মদেব চৌধুরী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুমিতা চক্রবর্তী। 'উষালোকে' চলতি সংখ্যায় তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস নিয়ে আয়োজনটি যেমন অভিনব, তেমনি বাবলু ভট্টাচার্যের করা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চিত্রনাট্য সংযোজন করাও সম্পাদকের আরেকটি মহত্তম কৃতিত্ব। বাবলু ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যটি পাঠকের জন্য হবে এক আনন্দ আর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বিশাল উপন্যাসের ক্যানভাসকে খুব আঁটোসাঁটো করে চিত্রনাট্য করেছেন বাবলু ভট্টাচার্য। সবশেষে সম্পাদক শাকেরউল্লাহর বিশেষ আয়োজন ভীষ্মদেব চৌধুরীর গ্রন্থনায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি-গ্রন্থপঞ্জি এবং তারাশঙ্কর বিষয়ক গ্রন্থাবলী। অর্থাৎ কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা গবেষকের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'উষালোকে' রুচির ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকালে সুন্দর রুচি আর সাহসের প্রতীক হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। ■